পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
১১শ সংখ্যা, মোহিনী একাদশী,
৬ই এপ্রিল, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

Founder Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

গুরু-শিষ্য

(তৃতীয় পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে 'বিষয়ভিত্তিক সংকলন')
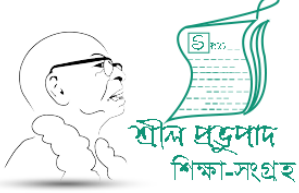
***** ধ্যানের পন্থা** – ধ্যান নিজের ইচ্ছামত করা যায় না। সদ্গুরুর মাধ্যমে শাস্ত্রের প্রামাণিক নির্দেশ অনুসারে যোগের পন্থা সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হয়ে এবং বুদ্ধিকে যথাযথভাবে পরিচালিত করে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন যে পরমাত্মা তাঁর ধ্যান করতে হয়। যে ভক্ত তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে প্রীতিপূর্বক ভগবানের সেবা করেছেন, তাঁর মধ্যে এই চেতনা সুদৃঢ়ভাবে বিকশিত হয়। শ্রীনারদ মুনি সদ্গুরুর শরণাগত হয়েছিলেন, নিষ্ঠা সহকারে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং তার ফলে যথাযথভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এইভাবে তিনি ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১.৬.১৫)

***** সদ্গুরুর উপদেশ** – ভগবানের ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই নির্ভীক, কেন না ভগবান সর্বদাই তাঁকে রক্ষা করেন। জড় অস্তিত্ব হচ্ছে অনেকটা বনের মধ্যে দাবানলের মতো, যা কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবেই নির্বাপিত হতে পারে। গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মূর্ত প্রকাশ। তাই, যে মানুষ সংসাররূপী দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে, সে ভগবত্তত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর মাধ্যমে করুণার বৃষ্টি লাভ করতে পারে। সদ্গুরু তাঁর উপদেশের মাধ্যমে ত্রিতাপ দুঃখ জর্জরিত মানুষের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশ করতে পারেন, এবং এই দিব্য জ্ঞানই কেবল সংসাররূপী দাবানলের আগুন নির্বাপিত করতে পারে। (শ্রীমদ্ভাগবত ১.৭.২২)

***** কিভাবে সদ্গুরুর নিকট প্রশ্ন করতে হয় তা জানা আবশ্যক**
শ্রীগুরুদেবের কাছে প্রশ্ন করার যে মুদ্রা পরীক্ষিৎ মহারাজ এখানে অবলম্বন করেছেন, তা যথাযথভাবে শাস্ত্রবিহিত। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য অত্যন্ত বিনীতভাবে সদ্গুরুর সমীপবর্তী হতে হয় এখানে পরীক্ষিৎ মহারাজ মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করার জন্য তাঁর কেবল সাত দিন সময় ছিল। এই প্রকার জরুরী অবস্থায় সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করার উদ্দেশ্য ব্যতীত সদ্গুরুর সমীপবর্তী হওয়ার কোন প্রয়োজন থাকে না। সদ্গুরুর কাছে কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা না জানলে সদ্গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কোন আবশ্যকতা নেই। সদ্গুরুর সমস্ত গুণাবলী শুকদেব গোস্বমীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই, যথা শ্রীশুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁর পিতা ব্যাসদেবের কাছে থেকে, কিন্তু তা আবৃত্তি করার কোন সুযোগ তিনি পূর্বে পাননি। মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত আবৃত্তি করেছিলেন এবং নিঃসংকোচে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং তার ফলে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১.১৯.৩১)

***** সদ্গুরুর কৃপাই ভগবানের কৃপা** – মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় ভগবানের মহান্ ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দেওয়ার জন্য। শ্রীগুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তির বীজ লাভ করা যায়। শ্রীগুরুদেব হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধিলাভের পথে সাহায্যকারী ভগবানের মূর্ত প্রতিনিধি। ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউ কখনও গুরু হতে পারে না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি, তাই তিনি ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে এসে তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দান করার জন্য। যদি কেউ ভগবান কর্তৃক প্রেরিত যথার্থ প্রতিনিধির কৃপা লাভ করেন, তবেই কেবল তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে যখন ভগবানের যথার্থ প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার হয়, তখন তিনি, তাঁর জড়দেহ ত্যাগের পর, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হন। অবশ্য তা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে থাকে ভক্তের ঐকান্তিকতার উপর। ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং তাই তিনি সকলের গতিবিধি সর্বতোভাবে অবগত। ভগবান যখন দেখেন যে, কোন জীব ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দেন। এইভাবে ঐকান্তিক ভক ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সদ্গুরুর কৃপা এবং সহযোগিতা লাভ করার অর্থ হচ্ছে সরাসরিভাবে স্বয়ং ভগবানের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া। (শ্রীমদ্ভাগবত ১.১৯.৩৬)

***** লোক দেখানো গুরু গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই** – বিদুরের মতোই মৈত্রেয় ঋষির অনুরূপ আদর্শ সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া এবং বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে কর্ম (ফলাশ্রয়ী সকাম কর্ম), জ্ঞান (পরম সত্য উপলব্ধির উদ্দেশ্যে তত্ত্বগত গবেষণা) এবং যোগ (পারমার্থিক উপলব্ধির পথে সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়া) সম্বন্ধে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা, জিজ্ঞাসু বদ্ধ জীবাত্মার অবশ্যই কর্তব্য। গুরুদেবের কাছে প্রশ্নাদি উত্থাপন করতে ঐকান্তিকভাবে যারা আগ্রহী নয়, তাদের লোক দেখানো গুরু গ্রহণের

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন।

কোন প্রয়োজন নেই। তেমনই, কোনও গুরু যদি তার শিষ্যকে শেষ অবধি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা-চর্চায় নিযুক্ত করতে না পার, তাকেও গুরুর ভূমিকা পালন করতে দেওয়ার কোনও সার্থকতা নেই।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১.১৩.২)

***** গুরু কোনও গৃহস্থের অলঙ্কার নন –** যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যাকুল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ শরণাগত হওয়ার অবশ্যকতা থাকে না। গুরু কোনও গৃহস্থের অলঙ্কার নন। কেতাদুরস্ত জড়বাদীরা সাধারণত তথাকথিত গুরুদের কাছ থেকে দীক্ষা নেয়, কিন্তু তাতে তাদের কোন লাভ হয় না। এই সমস্ত ভণ্ড গুরুরা তাদের তথাকথিত শিষ্যদের তোষামোদ করে, এবং তার ফলে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই নিঃসন্দেহে নরকগামী হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন আদর্শ শিষ্য, কেননা তিনি সকলের জন্য, বিশেষ করে মরণাপন্ন মানুষদের কর্তব্য সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নগুলির ভিত্তিতেই শ্রীমদ্ভাগবতের মূল সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়েছে। এখন দেখা যাক কি রকম বুদ্ধিমত্তা সহকারে মহান্ গুরু সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১.১৯.৩৭)

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদ্গীতা ২.১১ – ৪ঠা মার্চ, ১৯৬৬, নিউয়র্ক।

(গত সংখ্যার পর...)

প্রভুপাদঃ এখন, পরবর্তী, পরবর্তী বর্ণনা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ ... আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ ... এখানে বলেছেন, শ্রীভগবান উবাচ। শ্রীভগবান উবাচ। ভগবান উবাচ অর্থ হচ্ছে যে তাঁর এত বিশাল জ্ঞান রয়েছে যে সেখানে কোন ভুল হতে পারে না। তিনিই কর্তৃপক্ষ। তিনিই কর্তৃপক্ষ। তাই তিনি সবকিছু সঠিক বলবেন। সঠিক। সেটিই ভগবানের সংজ্ঞা। এখানে এটি বলা হচ্ছে না, শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। কারণ কেউ শ্রীকৃষ্ণকে অবিশ্বাস করতে পারেন, যে "শ্রীকৃষ্ণ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কেন তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের সাথে এত সংশ্লিষ্ট হতে হবে?" এটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, শ্রীভগবান উবাচ। এবং আমি তোমাকে ভগবানের সংজ্ঞা প্রদান করেছি যে, তিনি সর্বজ্ঞ। তাই তিনি যাকিছু বলবেন, ভগবান, সেখানে কোন ভুল হতে পারে না। সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য, সেখানে চারটি ... আমি বলতে চাইছি ... ত্রুটিগুলো ... চারটি ত্রুটি রয়েছে, ঠিক আমাদের মত সাধারণ মানুষ। আমাদের চারটি ত্রুটি রয়েছে। কি সেই ত্রুটি ? যে আমরা অবশ্যই ভুল করি। আমরা অবশ্যই ভুল করি। বর্তমান সময়ে আমাদের স্বরূপগত অবস্থান এমন যে আমাদের ভুল করার প্রবণতা নিশ্চিত। এমনকি গান্ধীর মত মহান রাজনৈতিকবিদ, তাঁরও ভুল করার প্রবণতা ছিল, এবং আরও অনেক মহান লোক, তাঁদেরও ভুল করার প্রবণতা ছিল। "মানুষ মাত্রই ভুল করে," তাই, এটাকে বলা হয়, যে কেউ, যে কোন মানুষ, যাইহোক তিনি হতে পারেন এই বিশ্বের মহান বিবেচক, তাঁরও নিশ্চিত ভুল করার প্রবণতা থাকবে। এবং অন্য আরেকটি ত্রুটি হচ্ছে যে তিনি বিভ্রান্ত হবেন।

স্ত্রীলোকঃ বিভ্রান্ত।

প্রভুপাদঃ বিভ্রান্ত। এখন, আপনি বিভ্রান্ত বোঝতে পারবেন। বিভ্রান্ত অর্থ একটি বস্তুকে অন্য বস্তু মনে করা। তাকে মায়া বলা হয়। ঠিক যেমন মরুভূমিতে, বালিকে যেমন জল বলে মনে করা হয়। তাকে মায়া বলা হয়। অনুরূপভাবে, আমাদের প্রত্যেকে যে এই দেহে আত্মবুদ্ধি করে, সে মায়ার অধীন। যা একটি ভ্রান্ত বিষয়। কিন্তু তাদের কোন জ্ঞান নেই। এমনকি প্রধানমন্ত্রী জনসন, তিনি এই মায়ার অধীন। এমনকি বড় বড় বিজ্ঞানীরা, তারাও মায়ার অধীন। তাই, যে কেউ ভুল করতে পারেন, এবং প্রত্যেকে মায়ার অধীন, এবং ভ্রম, প্রমাদ এবং বিপ্রলম্ব ... বিপ্রলম্ব অর্থ প্রতারণা করার প্রবণতা।

স্ত্রীলোকঃ এটা চতুর্থ?

প্রভুপাদঃ এটি তৃতীয়। প্রথমটি হচ্ছে ভুল করার প্রবণতা, যে কারও ভুল হতে পারে, যে কেউ বিভ্রান্ত হতে পারেন, এবং কেউ অন্যদের প্রতারণা করার চেষ্টা করতে পারেন। এখন, তিনি অসম্পূর্ণ, কিন্তু তিনি অন্যান্যদের জ্ঞান প্রদান করতে চান। এটা প্রতারণা। প্রত্যেকেই অসম্পূর্ণ, কিন্তু তিনি অন্যান্যদের জ্ঞান প্রদান করতে চান। আপনি বলতে পারেন যে "আপনিও আমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন?" না, আমি আপনাদের জ্ঞান প্রদান করছি না। আমি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার কথা বলছি। আমি আপনাদের শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত জ্ঞান প্রদান করছি। এটা আমার জ্ঞান নয়।

স্ত্রীলোকঃ কিন্তু এটা আপনার ব্যাখ্যা।

প্রভুপাদঃ ওহ? ব্যাখ্যা নয়। এটা পাঠ।

স্ত্রীলোকঃ কেউ প্রতারণা করতে পারেন।

প্রভুপাদঃ আমি আপনাদের প্রদান ... প্রতারণা। না, যা হচ্ছে একজন বদ্ধ জীবাত্মার যথাযথ বর্ণনা। এই চারটি মূলনীতি সেখানে আছে। এটা আমার উৎপাদিত বস্তু নয়। এই, এই তথ্যগুলো প্রামাণিক গ্রন্থে আছে, যে একজন বদ্ধ জীবাত্মার চারটি ত্রুটি রয়েছে। প্রথম ত্রুটি হচ্ছে যে তার ভুল করার প্রবণতা থাকবে। তিনি বিভ্রান্ত হবেন, তার প্রতারণা করার প্রবণতা থাকবে, এবং, সর্বোপরি, তার ইন্দ্রিয়জাত ত্রুটি থাকবে। তাই যিনি এই সমস্ত চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত - যিনি কখনও ভুল করেন না, যিনি কখনও বিভ্রান্ত হন না, যিনি কখনও প্রতারণা করেন না, যাঁর নিখুঁত ইন্দ্রিয় রয়েছে - তিনি ভগবান। যেটি হচ্ছে ভগবানের অন্য আরেকটি সংজ্ঞা। তিনি হতে পারেন না... ভগবান হচ্ছেন পরমেশ্বর, ভগবান, কিন্তু যারা জীবনের এই পর্যায়ে চলে আসেন, তিনি মুক্ত। তিনি ..., ভগবানের মত। হ্যা?

ছাত্রঃ আপনি কি বলেন, ওহ ...? (অসমাপ্ত)

(সমাপ্ত)

এই ই-পত্রিকা পেতে লিখুন –

spss.ekadashi@gmail.com

ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

What's app - +918007208121

পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি -

http://ebooks.iskcondesiretree.com/index.php?q=f&f=%2Fpdf%2FSrila_Prabhupada_Siksa_Sangraha

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন।